যুগান্তর
তারিখ ... 23 MAY 2005
পৃষ্ঠা - ৮ কলাম ১

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে কেন

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

সময়কাল, জীবন ও পরিবেশ এখন বদলাচ্ছে প্রত্যহ। আর সময় তার প্রতিটি পলকে বহন করছে ঘটনাবহুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তথ্যবহুল অজস্র জীবন-জিজ্ঞাসার উপাদান। যা থেকে মানুষ প্রতিনিয়তই আহরণ করছে সচেতনতা, বিবেকের প্রাগময়তা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের নিরাপদ দিকনির্দেশনা। এ উপলব্ধি দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের। বলা যায় অগ্রগামিতার অনিবার্য পাথেয় এ উপলব্ধি। যারা এতে বিশ্বাসী নয়, যাদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য নয়, তারা ছিটকে পড়ছে অগ্রগামিতার বাহন থেকে খুব দ্রুত। তাদের গায়ে লেগে যাচ্ছে ব্যর্থতা ও পশ্চাৎপদতার কালিমা। দেশকে, জনসমাজকে চেনার পরিবেশকে বোঝার আগ্রহ তাদের মধ্যে খুব কমই তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব করতে জানে না। ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের দেশ ও সমাজের বোঝা ভাবতে থাকে। এভাবে একটি জাতির রক্তমাংসে ঢুকে যায় হীনম্মন্যতার অভিশাপ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এদেশের মাদ্রাসাগুলোর মানসিক অবস্থার কথা। এখনও ঢাকা শহরের এমন অনেক অভিজাত মাদ্রাসা আছে যার শিক্ষার্থীরা দৈনন্দিনের সংবাদপত্র পাঠের অনুমতি পায় না। অধিকাংশ মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য পত্রিকা পাঠ করা অবৈধ। ঢাকার প্রাণকেন্দ্রের একটি অভিজাত মাদ্রাসার ঘটনা। সে মাদ্রাসার মাধ্যমিক স্তরের এক ক্লাসের ছাত্ররা প্রতিদিন চাঁদা করে পত্রিকা কিনত খুব গোপনে। একদিন এক ছাত্রের হাতে তার অসতর্কতায় এক শিক্ষক দেখে তা ফেলেন। শিক্ষক তখনই তাকে কিছু না বললেও আজ তাদের এর মাসুল গুনতে হবে। পরে মাদ্রাসার অফিসকক্ষে সে ক্লাসের সব ছাত্রকে ডেকে নিয়ে খুব করে প্রহার করা হয় এবং পুরো মাদ্রাসায় ঘোষণা দেয়া হয়, এখন থেকে কাউকে পত্রিকা পাঠরত অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কারসহ যে কোন ধরনের শাস্তি দেয়া হবে। দেশের হাজার হাজার মাদ্রাসায় এ ধরনের বিধান ঘোষিতভাবে বা অঘোষিতভাবে ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার এ অবাস্তব অন্যায়রীতি আর কত দিন চলবে?

অনেক মাদ্রাসা আছে পাঠ্যবইয়ের বাইরে তাদের নির্ধারিত কিছু বইপত্র ছাড়া অন্য কোন বই পড়ার অনুমতি ছাত্ররা পায় না। তাহলে দেশ-বিদেশ তথা আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটবে কিভাবে? একজন ছাত্র যত কঠোর নিয়মের প্রতিষ্ঠানেই থাকুক না কেন চরিত্রবিধ্বংসী বইপত্র ছাড়া সব ধরনেরই গঠনমূলক বই পড়ার জন্মগত অধিকার আছে। তা উপন্যাস, ফিকশন, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ এমনকি শিল্প-সংগীত বিষয়ক বইও সে তার রুচিমত সংগ্রহ করতে পারবে। এ অধিকারের স্বীকৃতি তার সফল ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার।

আমারই এমন কিছু সঙ্গী আছে যারা ছাত্রজীবনে নিজেরা বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্র, হালের মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন এমনকি প্যাটে, এলিয়ট, গোর্কি রচনাও পড়েছে। তারা এখন তাদের ছাত্রদের হাতে রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দা দেখলে বা কোন সৈনিকের সাহিত্য সাময়িকী দেখলেও ক্ষেপে উঠে তা বাজেয়াপ্ত করে বলে, এসব পড়লে ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এবং পড়ালেখা থেকে মনোযোগ উঠে যাবে। তাহলে তারা ওইসব বই পড়ে কী করে লেখাপড়া শিখে আলেম হলেন এবং জাঁদরেল শিক্ষকও বনে গেলেন?

শুধু ছাত্ররাই নয় মাদ্রাসার স্বয়ং কিছু শিক্ষকও এ পরিস্থিতির শিকার। নাম জানাতে অনিচ্ছুক এমন কয়েকজন শিক্ষক জানালেন, আমরা সংবাদপত্রসহ দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি বলে মাদ্রাসার উপর মহলের লোকেরা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এর মধ্যে যারা সরাসরি লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের শিক্ষকতার যোগ্য অভিজ্ঞতা যত গভীরই হোক উপরওয়ালাদের কাছে হালকা মানের শিক্ষক। দেখা যায় এ ধরনের একাধিক যোগ্যতাসমৃদ্ধ শিক্ষকের কাছে ছাত্ররা বেশি ভিড় করে, তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় শিখতে, জানতে চায়। এটা উপর মহলের কাছে আরও অসহনীয় ব্যাপার। আর কিছু মাদ্রাসা তো আছে সাধারণ শিক্ষকদের জন্যও সংবাদপত্র পাঠের উন্মুক্ত সুযোগ নেই। সংবাদপত্র পাঠ করতে হলে তাদের উপর মহলের শ্যেনদৃষ্টি উপেক্ষা করে পাঠ করতে হয়।

এজন্য দেখা যায়, স্কুলের নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের ছাত্ররা বিশ্ব সম্পর্কে যতটুকু জানতে আগ্রহী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীরা এর ন্যূনতম আগ্রহও পোষণ করে না। এ কারণে তারা আজ বিশ্ব সমাজের অনেক পিছিয়ে পড়া গর্তের মুমূর্ষু সদস্য। মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালকদের কাছে সবিনয় জিজ্ঞাসা, ইসলাম কি এমন অনুদার বাস্তববিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ সৃষ্টির কথা কখনও কোথাও বলেছে? এমন অপরিসর-অপ্রশস্ততা নিয়ে কি ইসলাম বিশ্বকে জয় করেছিল?